

Ref. NO. vu/DR/SN/400/2017



Dated: 28/06/2017

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, অতি সম্প্রতি স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে সম্পূর্ণ অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত তথ্যাবলীতে পরিপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে।। এই স্থানীয় সংবাদপত্রটি কতকগুলি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৌরবজ্জ্বল ভাবমূর্তিতে আঘাত করার অপচেষ্টা করে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় গত পাঁচ বছরে উচ্চশিক্ষার সর্বভারতীয় মানচিত্রে তার জায়গা করে নিয়েছে। পঠনপাঠন, গবেষণা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় এখন সারা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম। এই কারনেই সাম্প্রতিকতম মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের NIRF Ranking-এ উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী, গৌড়বঙ্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে পিছনে ফেলে দেশের ৮০০ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৭ তম স্থান পেয়েছে।

গত ০৬/০৬/১৭, ০৭/০৬/১৭, ০৯/০৬/১৭, ২১/০৬/১৭, ২৭/০৬/১৭, এই সমস্ত তারিখে এই সংবাদপত্রটিতে বিভ্রান্তিকর অসত্য প্রতিবেদনগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যনীয় যে, এই প্রতিবেদনগুলিতে অসত্য তথ্য ও তার অপব্যখ্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদাধিকারীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনগুলির প্রত্যেকটিকে নিয়ে আলোচনা করে এই সংবাদপত্রটিতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বলে মনে করছেন না। প্রতিবেদক যখন সংবাদটি প্রকাশ করেন তখন তার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির সাথে কথা বলে

প্রকাশিত তথ্যাবলীর সত্যাসত্য যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল। তবে মিথ্যাচারের উদাহরণ হিসাবে গত ২৬/০৬/১৭ ও ২৭/০৬/১৭ তারিখের প্রতিবেদন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

১) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রকল্যান আধিকারিকের স্নাতোকত্তরে ৫৫ শতাংশের থেকে অনেক বেশী নম্বর আছে।

২) তিনি একই সাথে দুটি প্রতিষ্ঠানে চাকরী করার অভিজ্ঞতা দাবি করেননি।

৩) তিনি অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত সমস্ত নথিই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন এবং সমস্ত নথি যাচাই করেই তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়।

৪) এই অভিযোগটি প্রায় ৪ বছরের পুরানো এবং এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন দুটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে ছিল। তার রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে অনুমোদিত হয়েছিল। এই অনুসন্ধান রিপোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এখনও আপলোড করা আছে। এই অনুসন্ধান রিপোর্টে দেখা যাবে যে অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি ভবিষ্যতে এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্তও নেয়। নীচে কর্মসমিতির সিদ্ধান্তটি উদ্ধৃত করা হল -

“The Executive Council noted the detailed confidential report submitted by the Academic Audit Cell of Vidyasagar University in relation with appointment of the Dean of Students’ Welfare of Vidyasagar University. The report was opened in the house. The Executive Council thoroughly disapproves the actions in the context of unnecessary misleading, false media reports and letter of allegation and deems it necessary to place the substantive part of enquiry committee’s report in the public domain all in the interest in the transparency. Resolved further that the further course of

action against the offenders/persons who raised such false allegations should be decided in the next meeting of the Executive Council. Resolved again that the matter be placed in the next meeting of the Executive Council as a separate agenda.” প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রাক্তন ছাত্রকল্যান আধিকারিক কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৭/৭/১২তারিখে এবং কর্মসমিতির বৈঠক হয়েছিল ২৯/০৬/১২ তারিখে। তাই একথা সম্পূর্ণ অসত্য যে তিনি কর্মসমিতির বৈঠকের অনুমোদন ছাড়াই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৫)এই ধারাবাহিক মিথ্যাচারের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্ত্তিতে আঘাত করা নয়, এর কারন গভীরতর। দীর্ঘ ৪ বছর আগেকার এই মিথ্যা অভিযোগটিকে তুলে ধরা হয়েছে একটি বিশেষ সময়ে অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে। সংবাদপত্রটি এই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের কিছু দুর্নীতিপরায়ন কর্মী ও অধ্যাপকদের সাহায্যে (এর মধ্যে কিছু অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও অধ্যাপকরাও রয়েছেন)।

জনসাধারণের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন এই ভূয়ো সংবাদগুলি পাঠ করে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ থেকে শুরু করে অনান্য সমস্ত কাজই বর্তমানে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে হয়ে থাকে এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত নথিই বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে সংরক্ষিত আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই পত্রিকাটি অপর একটি পত্রিকায় প্রকাশিত ভুল তথ্য হুবহু মুদ্রিত করেছে। যা সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ।

Press Council of India (Central Statutory Authority) র Principles and Ethics এর Section 3(viii) এ উল্লেখিত অনুচ্ছেদটি সকলের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করা হল:

Publication of defamatory news by one paper does not give licence to others to publish news/information reproducing or repeating the same. The fact of publication of similar report by another publication does not bestow the status of accuracy on the charges.

পরিশেষে আমরা এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিতে আঘাত করার অপচেষ্টার ব্যাপারে আপনাদের অবহিত করলাম। স্থানান্তরে কেবলমাত্র একটি খবরের সত্যাসত্য প্রকাশ করা হল। বাকী তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় দপ্তরে সংরক্ষিত আছে এবং যথাসময়ে ও যথাস্থানে তা ব্যবহার করা হবে।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে



সুখেন সোম ২৮/০১/২০২৭

ডঃ সুখেন সোম

উপ-নিবন্ধক

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

Deputy Registrar
Vidyasagar University
Midnapore-721102